কয়েকটি রাজনৈতিক ছড়া
হাসানআল আব্দুল্লাহ

সময়ের ছড়া

ফাগুন মাসে আগুন ঝরে রাজপথে
জ্বালাও পোড়াও পুরোটা দেশ আজ পথে।

দু'দিন গেলে কলের চাকা বন্ধ হয়
দেশতো স্বাধীন, স্বাধীনতা মন্দ নয়!

রাজ-প্রাসাদে যে যায় সে-ই স্বৈরাচার:
"এইতো সুযোগ নিজের আখের কইরা ছাড়।"

সন্ধ্যা সকাল শিক্ষালয়ে রক্ত যায়
বাপ-মা কাঁদে, লেখাপড়ার অক্ত যায়-

বিরোধী আর ক্ষমতাসীন তর্কতে
রক্ত ঢালে আমির, মিলন, বরকতে।

ফতোয়াবাজ মৌলবিরা লাই পেয়ে,
দেশের শিরা হাঁটু এবং 'থাই' বেয়ে-

তুমুল নাচে এবং আনে অন্ধকার।
দেশতো স্বাধীন, স্বাধীনতায় দ্বন্দ্ব কার!

দেশতো স্বাধীন, স্বাধীনতা আমরা চাই;
শুয়োর কুকুর জানোয়ারের চামড়া চাই-

মাস্তানে আর রাজনীতিকের সন্ধি নয়;
এবার দাবি, শত্রু যেনো বন্দী হয়।

আট্টহাসি

খাতার পাতা উল্টিয়ে সে হাসে:
"আমার সোনার বাংলা তাকে
আরকে ভালবাসে।"

চারিদিকে গোলমাল আর
ভাঙাচোরার মেলা;
ভালো আছে শকুন কুকুর
রাজাকারের চেলা।
আগুন, এখন আগুন দেখো
জ্বলছে সবুজ ঘাসে।

ক্ষমতাতে যে যায় সে-ই
স্বৈরাচারের চাচা:
"গরীব মাইরা যেমনে পারিস
আপনা দিলটা বাঁচা।"
একটা স্বাধীন দেশ ভরেছে
প্রভু এবং দাসে।

ঘোষণা

সুযোগ বুঝে নিদেন বাবু
দিলেন মহা ঘোষণা,
ভক্তরা সব ঘোষাল বলে
আদতে সে ঘোষ-ও না।

যার কারণে নিদেন ঘোষক,
ভক্তরা সব তার আদল
ভুলে গিয়ে বোকার মতন
খাচ্ছে কেমন উল্টা দোল।

চতুর কিছু রাজনীতিকে
'মিথ্যা' বোনে চারিদিকে।
দেশের হৃদয় ফুঁড়ে জাগে
গভীর অনুশোচনা।
সুযোগ বুঝে নিদেন বাবু
দিলেন মহা ঘোষণা।

বিবি ও চেয়ার

বিবি এখন চেয়ারে
মন্ত্রী পাড়ায় থাকেন তিনি
চামুন্ডাদের কেয়ারে।
পুরোন শকুন সঙ্গে রাখেন
গণ রায়ে নীরব থাকেন
কারণ তিনি জাতীয় ঘর
ভাগ করেছেন শেয়ারে।
বিবি এখন চেয়ারে।

রাজাকারের ছা

দা মেরে দাও পায়ে পায়ে
জিভ কেটে দাও তাদের,
একাত্তরে শহীদ হলো
ভগ্নি ভ্রাতা যাদের।

টুকরো করে সাগর জলে
হাত পা বেঁধে খালে,
দাও ঝুলিয়ে মুন্ডু কেটে
লম্বা গাছের ডালে।

যা ইচ্ছা তাই যাও করে যাও
সুযোগ তোমার হাতে,
বুক ফুলিয়ে রাস্তা-চলো
দিনে এবং রাতে।

কিন্তু শোনো, ওহে বড়ো
রাজাকারের ছা,
ফিরলে সময় তোমার গলায়
পড়বে হাজার দা।